The Moon sighting debate in Britain

M. Abdul Basit

Respected brothers and sisters in Islam
Assalamu Alaikum

The Moon sighting issue has been a great debate among Muslim Ummah; especially people living in the west. In Great Britain this debate is going on for the last 40 years. We simply could not come to any conclusion.

Centre point of the debate is:

- To follow the observatory to determine the crescent moon
- Do not follow the observatory at all

Basis of these points some follow Saudi Moon sighting while the others reject Saudi sighting. The people of Britain are in a big dilemma, who to follow?

We tried to find the answers in this book- let. There are numerous books been published in English, Urdu and Gujarati languages. We presented this book for Bangla knowing people living in Britain. So they may benefit from this book and decide which method is suitable for us to follow as far as Ramadan and Eid is concerned.

May Allah guide us to the right path.

M.Abdul Basit

London

2010

বৃটেনে চাঁদ দেখা বিতর্ক

মাওলানা আব্দুল বাসিত

চাঁদ দেখা সম্পর্কে আল-কুরআান এবং আল-হাদীস

মহান রাব্বুল আলামীন কুরআনুল করীমে উল্লেখ করেন–

“সেই রমযান মাস,যাতে মানববৃন্দের পথ-প্রদর্শক এবং সৎপথ ও মীমাংসার উচ্চ নিদর্শন কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে,অনন্তোর তোমাদের মধ্যে যে ব্যাক্তি সেই মাসে উপস্থিত হবে,সে তাতে অবশ্য রোজা পালন করবে । (সুরা বাকারা,আয়াত ১৮৫)

নবী করীম (সঃ)বলেন

আল-হাদীস: চাঁদ দেখে রোজা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোজা ভংগ কর ।যদি আাকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়,তবে শা’বান মাস ৩০ দিনে পূর্ণ কর । *((সহীহ বুখারী ও মুসলিম ১ম খন্ড ৩৪৭ পৃষ্ঠা)*

আল-হাদীস: চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোজা রেখোনা এবং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তা ভংগ করনা ।যদি আকাশ পরিষ্কার না হয় তা হলে মাস পূর্ণ কর । *(সহীহ মুসলিম ১ম খন্ড ৩৪৭ পৃষ্ঠা)*

আল-হাদীস:২৯ রাত্রিতে মাস হয় ।চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোজা রেখনা ।আর যদি আকাশ পরিষ্কার না থাকে,তা হলে তিরিশের গণনা পূর্ণ কর । *(প্রাগুক্তো)*

ইসলামিক মাস

ইংরেজী বা বাংলা ক্যালেণ্ডারের মত ইসলামীক ক্যালেণ্ডারে ও ১২ মাসে বছর হয় । প্রাক ইসলামিক যুগে আরবীয়রা মাসের হিসাব করত প্রধানত যুদ্ধ-বিগ্রহের দিন-ক্ষণ ঠিক করার জন্য । সে জন্য তারা চন্দ্রোদয় এবং চন্দ্রাস্তকে মাসের শুরু এবং শেষ বলে ধার্য করত । প্রথম মাস মুহাররাম হত ২৯ দিনের এবং ২য় মাস সফর হত ৩০ দিনের ।এভাবে ৬ মাসকে ২৯ দিন আর বাকী ৬ মাসকে ৩০ দিন ধরে ৩৫৪ দিনে বছর গণনা করত । এতে সংঘর্ষ দেখা দেয় সৌর ক্যালেণ্ডারের সাথে । কেননা সৌর ক্যালেণ্ডারে ৩৬৫ দিনে বছর হয় । যা আবার প্রতি ৪ বছরে ১ দিন যোগ করতে হয় । এর সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য প্রাচীন আরবীয়রা বছরের শেষ মাস জিলহজ্জ এর সাথে ১৩ দিন যোগ করে তাদের বছর গণনা করত । এভাবে তারা তাদের প্রাচীন রীতি-নীতি, আনুষ্ঠানিকতা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের দিন-ক্ষণ ঠিক করত ।

কিন্তু তখনকার দিনের ইহুদীরা গণনার উপর নির্ভর না করে খালি চোখে চাঁদ দেখে তাদের মাস শুরু করত । রোমান সম্রাট কনস্টানটিয়াসের সময় (৩৩৭-৩৬১) যাজক ২য় হিলেল কর্তৃক গণনার উপর নির্ভর করে ক্যালেণ্ডার প্রবর্তন করা হয় এবং তা তাদের সকলের জন্য বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা দেয়া হয় ।

নবীজীর জীবদ্দশায় কোন নির্ধারিত ক্যালেণ্ডারের প্রচলন ছিলনা । সাহাবা কিরামগণ ঘটনার সাথে বছরের হিসাব করতেন । যথা নবীজীর জন্মের বছরকে বলা হত হাতীর বছর ।এভাবে তাঁরা বড় বড় ঘটনার সাথে বছরের হিসাব রাখতেন ।

ইসলামিক যুগে বছর ১২ মাসেই নির্ধারিত থাকে । কিন্তু তা গণনার উপর নির্ভর করে নয়, খালি চোখে চাঁদ দেখে । সাহাবারা যেন চাঁদ দেখেন, সেজন্য নবীজী তাঁদেরকে নির্দেশ দান করতেন ।নতুন চাঁদ দেখার পর তিনি নিজে দোয়া করতেন-“হে আল্লাহ এই চাঁদকে আামাদের জন্য নিরাপত্তা এবং ঈমান বৃদ্ধির কারণ বানিয়ে দাও ।” (তিরমিজী)

হিজরতের ১৬ বছর পর ২য় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) এর সময় **বসরার** শাসনকর্তা হযরত আবু মুসা আসআরী (রাঃ)উমর (রাঃ)এর কাছে একটি চিঠি লিখেন যে, হে আমিরুল মু'মিনীন,আমরা আপনার কাছ থেকে অনেক রাষ্ট্রীয় ফরমান পেয়ে থাকি, কিন্তু তাতে কোন সন-তারিখ না থাকায় কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় । এজন্য যদি কোন ক্যালেণ্ডার করা যায়, তবে তা আমাদের সকলের জন্য সুবিধা হবে । বিষয়টির যৌক্তিকতা অনুধাবন করে হযরত উমর(রাঃ) অন্যান্য সাহাবাদের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করেন । কোন কোন সাহাবা তখনকার দিনের রোমান ক্যালেণ্ডারকে গ্রহণ করার পক্ষে মতামত প্রদান করেন । আবার কোন কোন সাহাবা পারসিকদের ক্যালেণ্ডারকে গ্রহণ করার জন্য যুক্তি দেন । রোমানদের ক্যালেণ্ডার এজন্য গ্রহণ করা হয়নি যে, এতে তখন প্রচুর ভুল পরিলক্ষিত হয় । আর ইসলাম ধর্মের সাথে পারসিক অগ্নি পুজকদের ধর্মীয় ভেদাভেদের কারণে তাদের ক্যালেণ্ডারকে ইসলামী ক্যালেণ্ডার হিসেবে গ্রহণ করতে সাহাবারা আপত্তি তুলেন । অবশেষে সবাই একমত হন যে, আলাদা একটি ইসলামিক ক্যালেণ্ডার করা হবে । তখন কেউ বললেন নবী করীম (সঃ) এর জন্ম তারিখ দিয়ে ক্যালেণ্ডার শুরু হোক আর কেউ বললেন না, তাঁর মৃত্যু তারিখ দিয়ে শুরু হোক । জন্মের সাথে সম্পৃক্ত করলে তা যীশু খৃষ্টের সাথে সামনজস্য পূর্ণ হয়ে যায় আর মৃত্যু তো এমনিতেই দুঃখ জনক । অতএব এটাকে কিভাবে ক্যালেণ্ডারের প্রথম দিন ধরা যায় । এসব আলোচনার পর আলী (রাঃ) মতামত দিলেন যে, নবীজীর হিজরতের দিনকে প্রথম দিন ধরে ইসলামিক ক্যালেণ্ডারের সূচনা করা হোক । এই মতামতটা সকলের কাছে যুক্তিসংগত মনে হল এবং একবাক্যে সবাই তা মেনে নিলেন । হযরত উসমান (রাঃ) কথা মত মুহররমকে ১২ মাসের প্রথম মাস ধরা হল । এ হিসাবে ৬২২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই রোজ শুক্রবার মুহররমের ১ম দিন হিজরী ১ম সন ধার্য হয় । তা থেকে নিয়ে বর্তমানে ১৪৩১ হিজরী চলছে ।

চাঁদ

চাঁদ একটি উপগ্রহ (সেটেলাইট),যা পৃথিবী থেকে ৩৮৪,৪০৩ কি.মি. দূরত্বে অবস্থান করে । এর আয়তন পৃথিবীর চেয়ে তিন গুণ ছোট । অর্থাৎ, একত্রে আমেরিকা, রাশিয়া ও কানাডার সমান । দিনের বেলা এর তাপ মাত্রা হয় ১০৭ ডিগ্রী আর রাতের বেলা তা দাঁড়ায় মাইনাস ১৫৩ ডিগ্রী । চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই; সূর্যের আলোয় সে আলোকিত হয় । একবার সমস্ত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে গড়ে তার সময় লাগে ২৯.৫ দিন । চন্দ্র তার কক্ষ পথে সব সময় সমান গতিতে চলেনা । সে জন্য কখনও ২৯.২ দিনের সময় সে তার মাসিক পরিক্রমা শেষ করে ফেলে আবার কখনও ২৯.৮ দিন সময় লাগায় । এমনও হয় যে কখনও সে তার কক্ষ পথ পরিবর্তন করে ফেলে ।"চন্দ্র আস্তে আস্তে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং এই দূরত্ব অবিরত হ্রাস-বৃদ্ধি হয় বলে ইনসাইক্লোপেডিয়ায় উল্লেখ আছে । " (Collier's encyclopedea v 16 p 524, 1997)

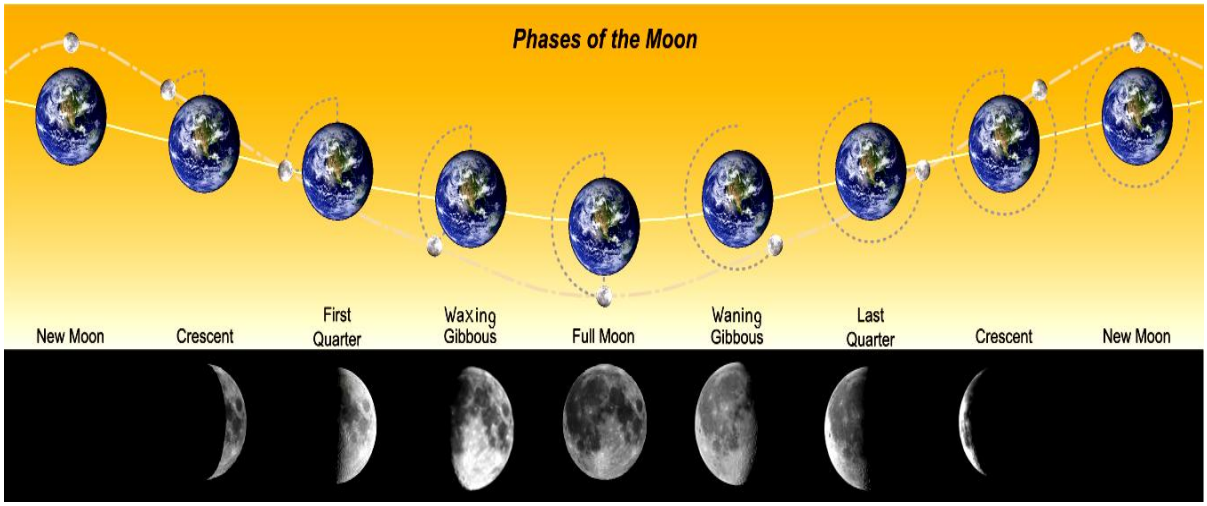

এই ছবিতে একমাসের চন্দ্রের বিভিন্ন গঠণ দেখানো হয়েছে ।

চাঁদ দেখার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

(এই অংশ এবং ছবিগুলা নেয়া হয়েছে www.moonsighting.com থেকে ।কৃত সৈয়দ খালিদ শওকত)

চাঁদের বয়সের সাথে দেখার কোন সম্পর্ক নেই । চাঁদের জন্ম থেকে তার বৃদ্ধি কালীন সময়টা হচ্ছে তার বয়স । চাঁদের গঠণ প্রক্রিয়া বলতে সূর্যের যতটুকু কৌণিক আলো চন্দ্র হতে বিচ্যুত হয় তা ই আমরা দেখতে পাই । সময় বাড়ার সাথে তুলনামূলক ভাবে চন্দ্রের গতি সূর্যের চেয়ে কমে যায় । কেননা একই সাথে পৃথিবী ঘুরছে । সূর্য এবং চন্দ্রের এই কৌণিক বিচ্যুতি বৃদ্ধিই হচ্ছে চন্দ্রের গঠন । নিম্নের ছবির সাহায্যে বিষয়টা পরিষ্কার হবে ।

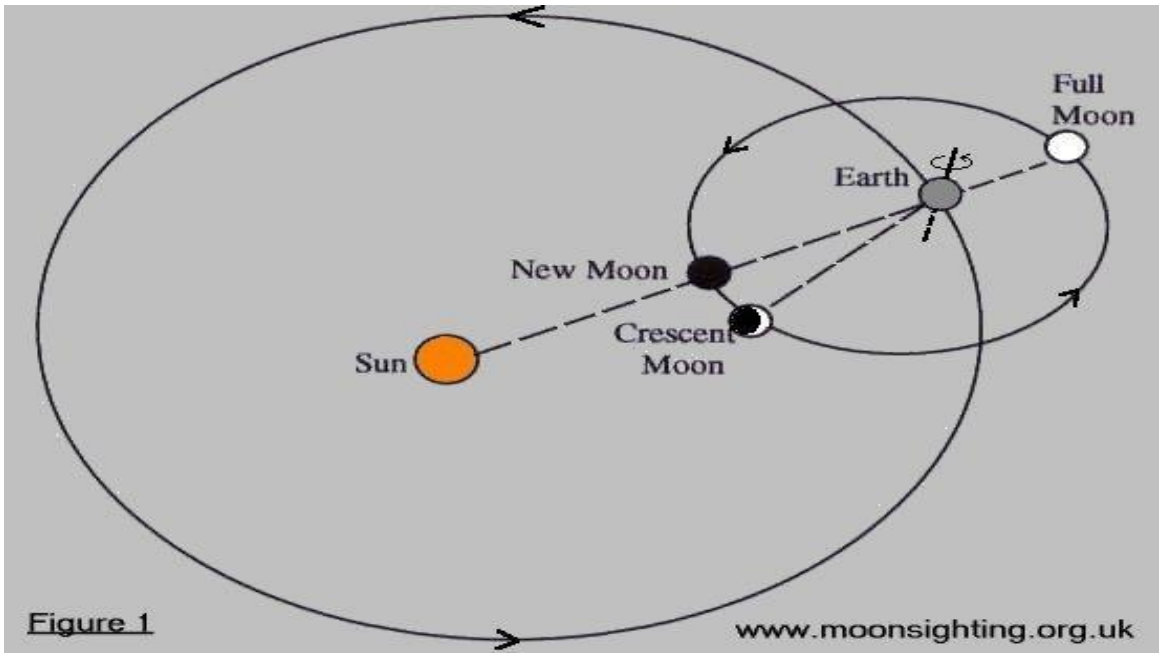

এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে ঘুরছে । আবার একই সাথে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চন্দ্র ঘুরছে । যখন সূর্য -চন্দ্র এবং পৃথিবী একই লাইনে চলে আসে, সে সময় চন্দ্রের উপর পতিত সূর্যের কোন আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় না। ইংরেজীতে একে বলে "নিউ মুন" আর বাংলায় বলে অমাবস্যা । ১৮ থেকে ২৪ ঘন্টা হচ্ছে অমাবস্যা কাল। অতঃপর চন্দ্র পৃথিবী এবং সূর্যের লাইন থেকে চলে আসে। এই চলে আসা কৌণিক বিচ্ছুতি-ই চন্দ্রের বর্ধমান অবস্থা । এভাবে চন্দ্র ক্রমান্নয়ে বড় হচ্ছে । চন্দ্র পৃথিবী হতে তখনই পরিলক্ষিত হবে যখন এই আলোর পরিমান ১০ থেকে ১২ ডিগ্রী হবে । কখনও তা এত ছোট এবং দিগন্তে এত নীচুতে অবসস্থান করে যে তা সূর্যের দ্যুতির কারণে দৃষ্টিগোচর হয়না, যদিও তা দিগন্তে সূর্যাস্তের পর ২০ থেকে ৩০ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী থাকে ।

চাঁদ দেখা সংক্রান্ত আরেকটি গুরুত্তপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে দিগন্ত হতে চন্দ্রের উচ্চতা । যদি বর্ধমান চন্দ্রের যথেষ্ট পরিমান পূরুত্ হয়, আর তা দিগন্তের উপরে না হয় তবে তা দেখা যাবেনা । এটা ঘটে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরে ইংল্যাণ্ডে এবং এমেরিকায় । তখন দক্ষিণ গোলার্ধে চাঁদ অবস্থান করে । সে জন্যে উত্তর গোলার্ধ হতে তা দেখা যায়না । তা ছাড়া যদি চাঁদ দিগন্তের উপরে থাকে, এবং তা দিগন্তের খুবই নিকটে অবস্থান করে তবে তা-ও পৃথিবী থেকে দেখা যাবেনা । কারণ তখন সূর্যের দ্যুতি থাকে প্রখর। দিগন্ত হতে ১০ ডিগ্রী উচ্ছতা পর্যন্ত চাঁদের অবস্থান হলে তা-ও সাধারণত দেখা যায়না । যেকোন জায়গা হতে চাঁদ দেখতে হলে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা খুবই জরুরী ।

১. সূর্যের কৌণিক আলো হতে চন্দ্রের বিচ্যুতি ।(ELONGATI ON)

২. দিগন্তো হতে চন্দ্রের উচ্ছতা ।

এটাও একটা বৈজ্ঞানিক ফ্যাক্ট যে, যদি দুনিয়ার কোথাও চাঁদ দেখা যায়, তবে সেখান হতে পশ্চিম দিকের অন্যান্য জায়গায় চাঁদ আরও সহজে দেখা যাবে ।এটার বিপরীতে অনেক সময় মধ্য প্রাচ্য হতে খবর আসে যে ঐখানে চাঁদ দেখা গেছে, অথচ

একই সন্ধ্যায় পশ্চিম আফ্রিকা বা আমেরিকায় (৩-৮ ঘন্টা পরে) আকাশ পরিষ্কার থাকার পরও চাঁদ দেখা যায়না । এটা বৈজ্ঞানিক থিওরীর বিপরীত । এতে এটা প্রমাণিত হয় যে, মধ্য প্রাচ্যে যা দেখা গিয়েছিল তা চাঁদ ছিলনা ।

১.২৯ তারিখের চাঁদ ছোট আর ৩০ তারিখেরটা বড়

যদি একমাসের ২৯ তারিখের চাঁদকে অপর মাসের ৩০ তারিখের চাঁদের সাথে তূলনা করা যায়, তবে দেখা যাবে দুনুটাই দেখতে একমত । ছবিটা দেখুন

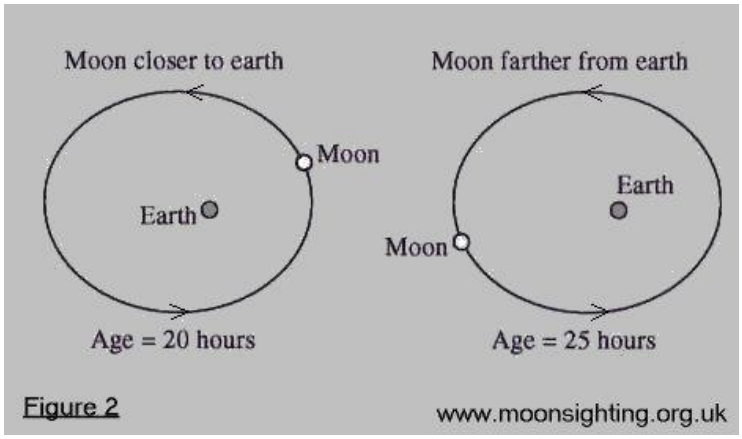

চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে তির্যক ভাবে ঘুরে । সেজন্য কখনও তা পৃথিবীর নিকটে অবস্থান করে আবার কখনও তা দূরে চলে যায় । বামের ছবিতে ২৯ তারিখের চন্দ্র দেখানো হয়েছে,যা পৃথিবীর নিকটে অবস্থান করছে এবং তার বয়স হচ্ছে ২০ ঘন্টা । অপরপক্ষে ডান দিকের ছবি দিয়ে ৩০ তারিখের চাঁদ বুঝানো হয়েছে, যার বয়স হচ্ছে ২৫ ঘন্টা এবং তা পৃথিবী থেকে দূরে অবস্থান করছে । মজার ব্যাপার হচ্ছে দুনু চাঁদ দেখতে একই রকম দেখাচ্ছে ।

২.পূর্ণিমা

১৪ই রাতে পূর্ণিমা হয়, এটা একটা ভুল ধারণা । পূর্ণ চন্দ্র কখন হবে তা সময়ের উপর নির্ভর করে । যখন পৃথিবী চন্দ্র এবং সূর্যের মাঝামাঝি একই লাইনে চলে আসে, তখন পূর্ণিমা হয় । তা যেকোন সময় হতে পারে দিনে বা রাতে । সকাল ৭টার সময় পূর্ণিমা হলে তার মানে দাঁড়ায় গত রাত্রে চন্দ্র ৯৯% আলোকিত ছিল এবং সকালে সে পূর্ণ চন্দ্র হয়েছে । আগামী রাত্রে সে আবার ৯৯% আলোকিত হবে । তাহলে দর্শকের কাছে দুনু রাত্রই সমান পূর্ণিমা বলে প্রতিয়মান হবে। এই দুই রাত্র ১৩, ১৪ বা ১৪, ১৫ হতে পারে [1]।এখানে একটি কথা লক্ষণীয় *যে,সূর্যোদয়ের আগে যদি পূর্বাকাশে চাঁদ পরিলক্ষিত হয় তবে সূর্যাস্তের পুর্বে সে অস্ত হয়ে যাবে । অতএব কেউ তা দেখতে পাবেনা । অনুরুপ ভাবে সূর্যোদয়ের সাথে যদি চন্দ্রোদয় হয় তবে সূর্য অস্ত যাবার সাথে সাথে চন্দ্রও অস্ত যাবে । এক্ষেত্রেও সূর্যের দ্যুতির কারণে চন্দ্র দেখা যাবেনা।*

ইসলামের দৃষ্টিতে চাঁদ দেখা

খালি চোঁখে চাঁদ দেখা না বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাঁদ দেখা, এ নিয়ে বিস্তর মতভেদ পরিলক্ষিত হয় । কেউ বলেন খালি চোঁখে চাঁদ দেখতে হবে এবং কেউ বলেন এ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্য নেয়া যেতে পারে । ১৭শ' খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ন্যাদারল্যান্ডে টেলিস্কোপের আবিষ্কার হওয়ার পর প্রশ্ন দেখা দেয় ধর্মীয় ক্ষেত্রে এর ব্যাবহার বৈধ কি না? অনেক উলামা এর পক্ষে এবং অনেকে এর বিপক্ষে মতামত দেন । অবশেষে সবাই একমত হন যে, টেলিস্কোপ দিয়ে চাঁদ দেখা শরীয়ত সম্মত । কিন্তু ধারণা বা গনণা এক্ষেত্রে গ্রহণীয় নয় । এ সম্পর্কে বিখ্যাত এমেরিকান লেখক এবং গবেষক হামজা ইউসুফ বলেন–"ইসলামে চাঁদ দেখার উপর গুরুত্ত দেয়া হয়েছে । গত ১৪শ' বছর যাবৎ এটা আমাদের মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত প্রাকটিস" ।(Cesarean Moon Birth, page 18, USA)

বিষয়টাকে আরও সুন্দর এবং পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করেছেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ব্রেলভী গ্রুপের পুরোধা মাওলানা আহমদ রেজা খান ।তিনি বলেন–"জোতির্বিদদের কথা গ্রহণীয় নয় । খালি চোঁখে চাঁদ দেখতে হবে । হাদীসে চাঁদের জন্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়নি; আলোচনা করা হয়েছে চাঁদ দেখা গেল কি গেলনা, তা নিয়ে । হয়ত চাঁদের জন্ম হয়েছে, কিন্তু তা দেখা যায়নি; তাতে রোজা ফরজ হবেনা । রোজা তখনই ফরজ হবে যখন চাঁদ দেখা যাবে । অতএব রোজার জন্য চাঁদ দেখা হচ্ছে শর্ত । চাঁদের অস্তিত্তো নয়" । *(বিস্তারিত দেখুন ফতাওয়া ই রিজবিয়া ১৮ খণ্ডো ৪৬৯ থেকে ৪৭৯ পৃষ্ঠা)*

"আছরে হজির কে পেচিদা মাসাইল কা শরয়ী হল" বইয়ে রাবেতা আলমে ইসলামীর ৬ নম্বর সিদ্ধান্ত এভাবে বর্ণিত হয়েছে ।

"আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে যে, ইবনে উমর (রাঃ)বলেন "লোকেরা চাঁদ দেখেন, আমিও সকলের সাথে চাঁদ দেখি । এ সংবাদটা আমি নবী করীম (সঃ)কে দেই । তিনি নিজে রোজা রাখেন এবং সবাইকে রোজা রাখতে নির্দেশ দেন । এ হাদীসটি দারে কুতনী,ইবনে হিব্বান,হাকীম এবং বাইহাকীতে উল্লেখ আছে । ইবনে হাযাম এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন ।

ইবনে আব্বাস (রাঃ)বর্ণনা করেছেন–একজন যাযাবর নবীজীকে বললেন -হে আল্লাহর নবী, আমি চাঁদ দেখেছি । নবীজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সাক্ষ্যো দেও যে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল? উত্তরে তিনি বললেন,হাঁ । নবীজী বিলালকে ডেকে বললেন, হে বিলাল সকলকে জানিয়ে দাও তারা যেন আগামী কাল রোজা রাখেন ।

এই হাদীসকে ইবনে খুযাইমা,ইবনে হিব্বান,দারে কুতনী,হাকীম এবং বাইহাকী ও বর্ণনা করেছেন ।

হযরত হারীস ইবনে হাতীব হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন, আমরা যেন চাঁদ দেখে রোজা রাখি । আর আমরা যদি তা দেখতে না পাই এবং দুই জন সাব্যোস্থ মানুষ সাক্ষ্য দেন তা হলে আমরা যেন তা গ্রহণ করি।

এই হাদীসকে আবু দাউদ এবং দারে কুতনী বর্ণনা করেছেন ।এই হাদীসের সনদ সহীহ ।

উল্লেখিত হাদীস বা অনুরূপ আরও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নির্ভরযোগ্য দুই জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা এবং তাদেরকে বিশ্বাস করা ওয়াজিব । ইবনে উমর (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীসকে এক্ষেত্রে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা যায় । সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করার জন্য এটা জরুরী নয় যে পরবর্তী রাতেও একই চাঁদ দেখতে হবে । কেননা প্রতি দিন চাঁদ এক জায়গায় থকেনা । সে তার অবস্থান বদল করে ফেলে । তা ছাড়া মহাকাশে আজ যা ঘটেছে কাল তা না-ও ঘটতে পারে । সৌরজগতে ঘটে যাওয়া অন্য কোন কারণে আজ চাঁদ না-ও দেখা দিতে পারে । যদি ২য় রাত্রিতে চাঁদ দেখার প্রয়োজনীয়তা থাকত, তবে নবী করীম (সঃ)তা বলে দিতেন ।

আকাশ পরিষ্কার হলে দুই জন সাক্ষীর স্যাক্ষ্য নতুন মাসের আগমনের ক্ষেত্রে গ্রহণীয় নয় বলে ইমাম আবু হানিফা অভিমত পোষণ করেন । কিন্তু এটা তখনই হবে যখন বিচারপতি এ ব্যাপারে কোন রায় না দেন । আর বিচারপতি রায় দিলে তা গ্রহণ করতে হবে । কেননা বিচারপতির রায় বিবাদ মীমাংশা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য দলিল"। *(পৃষ্ঠা ৭৫ থেকে ৮০)*

ইসলামিক মাসের তারিখ নির্ধারনের বিয়গুলোকে প্রধাণত তিন ভাগে ভাগ করা যায় । যথা:-

(১) ২৯ তারিখে চাঁদ দেখে । আর যদি ২৯ তারিখে চাঁদ দেখা না যায় তবে ৩০ তারিখ পূর্ণ করে ।

(২) বৈজ্ঞানিক থিয়রীর উপর নির্ভর করে । যেদিন বিজ্ঞানীগণ চাঁদ দেখার সম্ভাব্য তারিখ দিবেন, সত্যি যদি ঐদিন চাঁদ দেখা যায় বা চাঁদ দেখার সংবাদ আসে, তবে তা গ্রহণীয় হবে । অথবা নয় ।

(৩) চাঁদ না দেখে । একমাত্র বিজ্ঞানীদের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ।

প্রথম ফর্মুলা নবী করীম (সঃ)এর হাদীস,সাহাবাদের আমল,তাবেঈনদের আমল এর সাথে সামঞ্জোস্য পূর্ণ ।

দ্বিতীয় ফর্মুলায় চাঁদ দেখাকে অবজারভেটরীর সাথে সম্পৃক্তো করা । অর্থাৎ, যেদিন বিজ্ঞানীগণ চাঁদ দেখার সম্ভাব্য তারিখ দিবেন, সত্যি যদি ঐদিন চাঁদ দেখা যায় বা চাঁদ দেখার সংবাদ আসে, তবে তা গ্রহণ করা; অথবা নয় । এই ফর্মূলায় চাঁদ

দেখার বিষয়টাকে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। অর্থাৎ কোন ব্যাক্তি যেন মিথ্যা স্বাক্ষী দেয়ার দুঃসাহস না করে। অথবা কেউ যেন ভ্রমে পড়ে না বলে যে চাঁদ দেখেছে।

এই ফর্মূলাটা প্রতিষ্ঠিত ইসলামীক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। নবীজীর আমল থেকে নিয়ে সাহাবা তথা মুসলিম উম্মাহ এই ব্যবস্থার উপর কখনও আমল করেননি। আমরা দেখেছি নবীজীর আমলে এবং তৎপরবর্তী সাহাবা এবং ইসলামীক মণীষীদের আমলে জোতির্বিজ্ঞানীদের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু নবীজী বা কেউই না কখনও তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেছেন, না তাদের কথার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন।

এখানে যুক্তিসংগত ভাবে প্রশ্ন জাগে যে, বর্তমানে বিজ্ঞান এবং টেকনলজীর এই উন্নতি তখনকার দিনে মানুষের কল্পনার বাইরে ছিল। বিজ্ঞানের এই চরম যুগে বৈজ্ঞানিক ফর্মুলাকে বিশ্বাস না করা বোকামী মাত্র।

আসলে কথা তা নয়। বিজ্ঞান আল্লাহর দান। কৃতজ্ঞতার সহিত তাকে ব্যাবহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে বিজ্ঞান কোন কিছু সৃষ্টি করেনা। আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত নেয়ামতগুলোর উন্নোত প্রযুক্তির মাধ্যোমে যথাযত ব্যাবহার করতে শেখায় [2]। চাঁদ দেখার দিন-ক্ষণ নিশ্চিত করতে বিজ্ঞানীরা অপারগ। এ সম্পর্কে রয়েল গ্রীণউইচ অবজারভেটরী বলছে–"চাঁদ দেখার জন্য দিন এবং মুহূর্ত ঠিক করা অসম্ভব[3] ।তাদের রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে চাঁদের জন্মের ২০ থেকে ৩০ ঘন্টা পূর্বে তা দেখা যাবেনা[4] । তাহলে প্রশ্ন জাগে, যদি এর আগে চাঁদ দেখা যায় এবং সাব্যস্ত লোক বলেন,হাঁ, এটা চাঁদ। তাহলে কি তা মেনে নেয়া যাবে? বিজ্ঞানীরা বলছেন না, তা চাঁদ হতেই পারেনা। হয়ত চাঁদের আকারে মহাকাশে কিছু উদিত হয়েছে।

নিম্নের চাদঁ দেখার রেকর্ডটা দেখুন

بسم الله الرحمن الرحيم

CMSC`s Record of *UK`s Moon sighting*
(High Lighted-Moon Sighted on Same Day of Haramain / Saudia)
with world`s countries from1403/1983

No.	Place of sighting	Date of sighting (sighted at /after the Sun set)	The time gape after theoretically calculated new moon hrs	Min
1	Chicago , USA	Ramadhan 1403/ 10 June 1983	3	12
2	Morocco	Shawwaal 1406/ 7 June 1986	5	39
3	Egypt	Sha'baan 1407/ 29 March 1987	3	25
4	***Bolton, Lancs, UK***	Ramadhan 1407/ 27 April 1987 By 3persons	6	2
5	***Batley, York's, UK***	Shawwaal 1407/ 27 May 1987 Sighted by 4 men.	5	6
6	***Blackburn, UK***	Shawwaal 1407/ 27 May 1987 Sighted by 13 Men including 2 women	5	2

[2] The Question of Sighting The Moon, Mufti Shafi (R.A) page 6
[3] Almanac office, Royal Greenwich Observatory, Reference, C61s. London.
[4] ibid

7	Preston, Lank, UK	Shawwaal 1408/15 May 1988	**2Hrs 5 Mins before TCNM**	
8	Aswan, Egypt	Sha'baan 1409/7 March 1989 Sighted by 3 men including	**2Hrs 25 Mins before TCNM**	
9	Morocco	Shawwaal 1410/25 April 1990	1	12
10	Turkey	Shawwaal 1411/15 April 1992	**Contrary to TCNew Moon**	
11	***Blackburn, UK***	Dhul Qa'dah 1412/2 May 1992 Sighted by 4 men including a Haafidh	2	00
12	Madinah, Saudi Arabia	Dhul Hijjah 1412/1 June 1992 Sighted from Jannatul Baqee' by 3 known men including 1 Haji from Britain and 2 Indian Muslims living in Riyaadh amidst thousands of other Hujjaaj	12	00
13	***Blackburn, Lancashire UK***	Dhul Hijjah 1412/1 June 1992 Sighted by 1 person repeatedly from Masjid Tauheedul Islam Compound	12	00
14	Jeddah, Saudi Arabia	Muharram 1413/30 June 1992 Sighted suddenly outside Masjid Aziziyyah by 2 Migrant Indian Muslims and a famous Principle of Madrasah Maulana Ali Khanpuri in India. Total people 3.	3	00
15	***Blackburn, UK***	Ramadhaan 1413/21 February 1993 Sighted by 3 men including a well-known Aalim	4	00

16	Germany	Ramadhaan 1413/21 February 1993 Sighted by 1 man	4	00
17	***Bolton, UK***	Shawwaal 1413/22 March 1993 Sighted by 2 men	11	40
19	***Blackburn, UK***	Shawwaal 1413/22 March 1993 Sighted by 2 men including an Aalim	11	40
20	Morocco	Shawwaal 1413/22 March 1993 Accepted by Ministry of Endowments	12	40
21	Abu Dhabi	Shawwaal 1413/22 March 1993	12	00
22	***Birmingham, UK***	Shawwaal 1413/22 March 1993 Sighted by 5 men including an Aalim and 1 woman	11	16
23	***Preston, UK***	Shawwaal 1413/22 March 1993 Sighted by 4 men including a Haafith	11	40
24	***Rodhrham, UK***	Shawwaal 1413/22 March 1993 Sighted by 3men including 2 Imaams	11	40
25	***Bolton, UK***	Shawwaal 1413/22 March 1993 Sighted by 1 man	11	40
26	Cosalo-Burk	Shawwaal 1413/22 March 1993 Sighted by 3 men	11	40
27	***Bradford, UK***	Shawwaal 1413/22 March 1993 Sighted by 6 men	11	40
28	***Birmingham, UK***	Ramadhaan 1413/ 21 May 1993 Sighted by 2 men(see hand scatch dowen)	6	09
29	***Birmingham, UK***	Ramadhaan 1414/ 10 Feb 1994 Sighted by Taxi Driver	2	30
30	***Luton, UK***	Sha'baaan 1415/1 January 1995	6	00

		Sighted by 5 men after Maghrib		
31	***Dewsbury, UK***	Shawwaal 1419/17 January 1999 Sighted by 6 people including 4 women	**Near TCNM**	
32	***Holcombe, UK***	Dhul Hijjah 1419/17 March 1999 Sighted by 8 Ulamaa from Daarul Uloom Bury	**19 Mins before TCNmoon**	
33	Morocco	Dhul Hijjah 1419/17 March 1999 Accepted by Ministry of Endowments!	**19 Mins beforeNTCmoon**	
34	Aden, Yemen	Shawwaal 1424/23 Nov 2003		
35	Lisbon, Portugal	Shawwaal 1424/23 Nov 2003 Sighted by 2 men		
36	***Manchester, UK***	Ramadhaan 1425/14 Oct 2004 *Sighted by 8 men (based on this sighting the majority of Barelwi Masajid in Manchester commenced their Ramadhaan though some refuted this sighting based on observatory calculations whereas M.Ahmad Raza Khan refutes totaly observatorial theory and regards it as impermissible to base the status of a sighting on such calculation. (see his fatawa in our book & web. The media used blew this issue out of*	14	00

		proportion as they always do and created a major rift among the Muslims of Britain. The Deobandi accepted this sighting.		
37	Morocco	Shawwaal 1425/12 Nov 2004 *Sighting not accepted by Ministry of Endowments though but locals went ahead with Eid*	1	30
38	Portugal	Shawwaal 1425/12 Nov 2004	1	30
39	***Birmingham, UK***	Ramadhaan 1427/ 22 Sept 2006 *Sighted by 4 people including 2 women*	3	30
40	Pakistan	Ramadhaan 1427/ 22 Sept 2006 *Sighted by 17 people*	3	30
41	Iraq	Ramadhaan 1427/ 22 Sept 2006 *Sighted by 16 Sunnis*	3	30
42	Dayton, USA	Ramadhaan 1427/ 22 Sept 2006 *Sighted by 14 people*	3	30
43	Houston, USA	Ramadhaan 1427/ 22 Sept 2006 *Sighted by 1 man and accepted*	3	30
44	Nigeria	Ramadhaan 1427/ 21 Sept 2006	**24 hrs before TCNM**	
45	Senegal	Ramadhaan 1427/ 21 Sept 2006	**24 hrs before TCNM**	

এখানে ১৯৮৩ ইংরেজী থেকে নিয়ে ২০০৬ সাল পর্যন্ত চোঁখে চাঁদ দেখার একটি তালিকা দেয়া হয়েছে। এই তালিকাটি আরও ব্যাপক। আমরা প্রতি বছরের একটা বা দুইটা উদাহরণ দিলাম। উল্লেখিত দর্শকদের মাঝে জ্ঞানী-গুণী এবং আলীম-উলামাও আছেন। দুই জনেরও অধিক আছেন। বিজ্ঞানীরা এই চাঁদ দেখাগুলো বিশ্বাস করেননা। তারা বলেন এগুলো চাঁদ নয়, হয়ত চাঁদের আকারে অন্য কিছু।

হাদীস পরিস্কার ভাবে বলছে---

“আমরা যেন চাঁদ দেখে রোজা রাখি । আর যদি তা দেখতে না পাই এবং দুই জন সাব্যস্থ মানুষ সাক্ষ্য দেন তা হলে আমরা যেন তা গ্রহণ করি”[5]।

এই হাদীসকে আাবু দাউদ এবং দারে কুতনী বর্ণনা করেছেন । এই হাদীসের সনদ সহীহ ।

স্বভাবত প্রশ্ন দাঁড়ায় কার কথা মানবেন? বিজ্ঞানী না হাদীস ?

আমাদের ৩নং বিষয় ছিল -“চাঁদ না দেখে ।একমাত্র বিজ্ঞানীদের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে” ।

এটা তো কোনক্রমেই সম্ভব নয় । এটা হবে হাদীসের সম্পূর্ণ বিরধীতা । যেখানে নবী করীম (সঃ) পরিষ্কার ভাবে বলেছেন “চাঁদ দেখে রোজা রাখ আার চাঁদ দেখে তা ভংগ কর । আর তা না দেখতে পেলে ৩০ দিন পূর্ণ কর” । এখন বিজ্ঞানীদের কথা মত রোজা রাখলে তো আর হাদীসকে মানা হলনা । যেখানে বিজ্ঞানীরা চাঁদ দেখার সময় সম্পর্কে নিশ্চিত নন, সেখানে তাদের কথা মত রোজা এবং ঈদ করতে কিভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়?

একটি ফিকহী পর্যালোচনা

চাঁদ দেখা সম্পর্কে ফিকহের গুরুত্তপূর্ণ বিষয় হচ্ছে:-(ক) ইখতিলাফুল মাতালি আর (খ) ইত্তিহাদুল মাতালি । এ দুটো হচ্ছে ফিকহের পরিভাষা । ইখতিলাফুল মাতালি বলতে বুঝায়– স্থানীয়ভাবে চাঁদ দেখা । আর ইত্তিহাদুল মাতালি হচ্ছে–অন্য স্থান থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত চাঁদ দেখার সংবাদ আসলে স্থানীয়ভাবে তার দেখার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাওয়া । অর্থাৎ,যদি পৃথিবীর কোথাও চাঁদ পরিলক্ষিত হয় এবং এই সংবাদ নির্ভোরযোগ্য স্বাক্ষীদের মাধ্যোমে পৃথিবীর অন্য জায়গায় পৌঁছে,তবে স্থানীয় ভাবে আর কাউকে চাঁদ দেখতে হবেনা । দূরবর্তী স্থানের লোকদের দেখা-ই এদের জন্য যথেষ্ট বলে ধরে নেয়া হবে । হানাফী মাজহাবের অনুসারীবৃন্দ এ মতকে মেনে চলেন । তাছাড়া মালিকী এবং হাম্বলীরাও এ মতের অনুসারী । শুধু শাফেয়ীরা এর বিপক্ষে অবস্থান করেন [6]। তাঁদের দৃষ্টিতে প্রত্যেক শহরের বা দেশের অধিবাসীদেরকে স্থানীয় ভাবে চাঁদ দেখে রোজা রাখতে হবে এবং ঈদ করতে হবে । দূরবর্তী স্থান থেকে চাঁদ দেখার সংবাদ আসলে তা গ্রহণীয় হবেনা । নিম্নলিখিত হাদীসটি তারা দলিল হিসাবে পেশ করেন ।

“কুরাইব (রাঃ)কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, ফজল (রাঃ) বলেন–আমি আমার মায়ের কিছু প্রয়োজন হেতু সিরিয়ায় হযরত মুয়াবিয়ার কাছে যাই । সেখানে আমি এবং অন্যান্যরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখি । অতএব সেখানে শুক্রবারে রোজা শুরু হয় । অতঃপর মাসের শেষে আমি মদীনায় ফিরে আসি । এখানে ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, সিরিয়ায় কখন রোজা হয়েছে? আমি বললাম শুক্রবারে । তিনি বললেন,তুমি কি চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম,হাঁ । আরও অন্যান্য মানুষের সাথে মুয়াবিয়াও চাঁদ দেখেছেন । তিনি বললেন, আমরাতো শুক্রবার রাতে চাঁদ দেখেছি ।(অর্থাৎ আমাদের প্রথম রোজা শনিবারে হয়েছে), সুতরাং আমরা আমাদের হিসাবে ঈদ করব । অর্থাৎ, যদি ২৯ তারিখে চাঁদ দেখি,তা হলে তো ভাল । আর না হলে ৩০টা পুরাব । আমি জিজ্ঞেস করলাম, মুয়াবিয়ার (রাঃ) দেখা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তিনি বললেন,না । আমাদেরকে নবী করীম (সঃ) এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন”[7]।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্থানীয়ভাবে চাঁদ দেখে রোজা রাখতে হবে এবং ঈদ করতে হবে । এক অধিবাসীদের দেখা আরেক অধিবাসীদের জন্যো গ্রহণীয় নয় ।

অপরপক্ষে একাধিক হাদীস দ্বারা হানাফী মাজহাবের অনুসারীবৃন্দ প্রমাণ করে থাকেন যে, যদি পৃথিবীর এক জায়গায় চাঁদ পরিলক্ষিত হয়, তবে তা দুনিয়ার সকলের জন্য প্রযুজ্য হবে । আলাদা ভাবে কাউকে চাঁদ দেখতে হবেনা ।

মহান রাব্বুল আলামীন কুরআানুল করীমে উল্লেখ করেন–

---

[5] **আছরে হজির কে পেচিদা মাসাইল কা শরয়ী হল,রাবেতা আলমে ইসলামীর ৬নং সিদ্ধান্তো পৃষ্টা ৭৫ থেকে ৮০ ।**

[6] আওয়ীছাত ।আাত-তালিকাত আলা তানজিমীল আশতাত,২য় খন্ডো,১৮৪ পৃষ্ঠা ।

[7] সহীহ মুসলিম,হাদীস নং২৩৯১ ।

অর্থ: *"সেই রমযান মাস,যাতে মানববৃন্দের পথ-,প্দর্শোক এবং সৎপথ ও মীমাংসার উচ্চ নিদর্শন কুরআান অবতীর্ণ হয়েছে,অনন্তর তোমাদের মধ্যে যে ব্যাক্তি সেই মাসে উপস্থিত হবে, সে তাতে অবশ্য রোজা পালন করবে*[8]।

নবী করীম (সঃ)বলেন

"চাঁদ দেখে রোজা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোজা ভংগ কর ।যদি আকাশ মেঘাচ্ছোন্ন হয়,তবে শা'বান[9] মাস ৩০ দিনে পূর্ণ কর ।

অন্য হাদীসে তিনি বলেন--- চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোজা রেখোনা এবং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তা ভংগ করনা ।যদি আকাশ পরিষ্কার না হয় তা হলে মাস পূর্ণ কর ।[10]

নিম্নের হাদীসটা দেখুন

২৯ রাত্রিতে মাস হয় । চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোজা রেখনা । আার যদি আকাশ পরিষ্কার না থাকে, তা হলে তিরিশের গণনা পূর্ণ কর [11]।

উল্লেখিত হাদীসগুলো বা অনুরুপ আরও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চাঁদ দেখে রোজা রাখতে হবে এবং চাঁদ দেখে ঈদ করতে হবে ।

লক্ষ্য করুন, হাদীসগুলোতে চাঁদ দেখার কথা বলা হয়েছে; কোন স্থানের কথা উল্লেখ করা হয়নি । এমনকি কোন কালের নির্দেশনাও এতে নেই । স্থান-কাল নির্বিশেষে সকলকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে–চাঁদ দেখে রোজা রাখার জন্য এবং চাঁদ দেখে তা ভংগ করার জন্য । অতএব যদি পৃথিবীর পূর্ব দিকে কোথাও চাঁদ দেখা যায়, আর এর খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রে পশ্চিমাঞ্চলে পৌঁছায়, তবে তাদেরকেও রোজা রাখতে হবে ।

একদিনে সমস্ত দুনিয়ায় ঈদ উদযাপন

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, এক জায়গায় চাঁদ পরিলক্ষিত হলে তা সকলের জন্যো প্রযুজ্য হবে । অধিকন্তূ তিন মাজহাব যথাক্রোমে হানাফী,মালীকী এবং হাম্বলী এই মতকে বিশ্বাস ও করেন । আধুনিক এই কর্মব্যাস্ত জীবনে মানুষের সুবিধা হবে । অফিসের ছুটি,স্কুলের ছুটি ইত্যাদি নিতে মানুষের সুবিধা হবে । ঈদ হবে আনন্দোময় ।

অনেকের মতে- এক সাথে রোজা রাখলে বাস্তব যে সমস্যার সৃষ্টি হয়,এক সাথে ঈদ উদযপন করতে গেলেও একই সমস্যার উদ্ভব হয় ।

[8] সুরা বাকারা,আয়াত ১৮৫
[9] রামাদান পূর্বোবর্তী মাস ।
[10] সহীহ মুসলিম ১ম খন্ডো ৩৪৭ পৃষ্ঠা
[11] প্রাগুক্তো

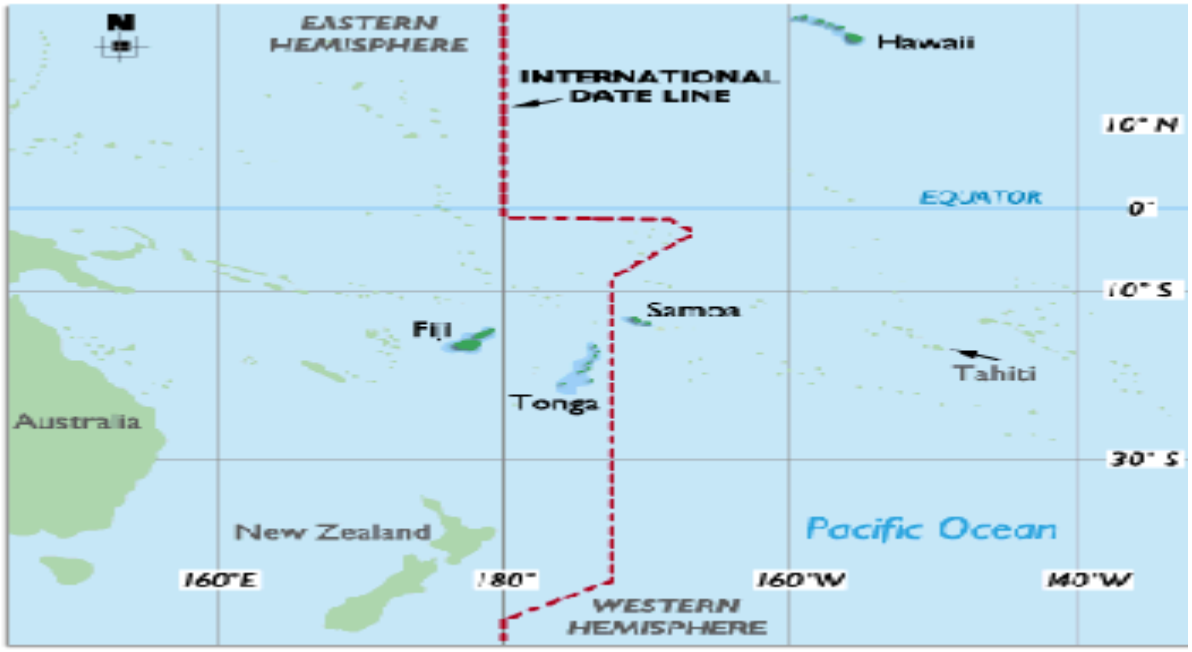

অর্থাৎ, ইন্টারন্যাশনাল ডেইট লাইন ।পৃথিবীর একদম পূর্বে একটি কাল্পনিক রেখা অঙ্কিত হয়েছে । এখান থেকে আন্তর্জাতিক তারিখ গণনা করা হয় । এই রেখার একদিক হচ্ছে রাত আর অপর দিক হচ্ছে দিন । এখান থেকে দুনু পার্শে ২৪ ঘন্টার ব্যাবধান ধরা হয় । এ হিসাবে যদি সোমবার সন্ধ্যা ছ'টার সময় আলাস্কায় (আমেরিকা) চাঁদ দেখা যায়, তবে ঐ রাত ৪টার সময় আমেরিকাবাসী সেহরী খেয়ে রোজা রাখবে । একই সময়ে জাপানের টোকিওতে হচ্ছে মঙ্গলবার দুপুর ১২টা । অতএব জাপানবাসী রোজা রাখবে ১৯ ঘন্টা পরে; তাদের স্থানীয় সময় ভোর রাত ৪টায় । এখন আমেরীকাবাসীর সাথে জাপানবাসী রোজা রাখলে আমেরীকানদের ২৯ রোজার সময় জাপানীদের হবে ২৮টা । অথচ ইসলামে ২৮ দিনে মাস হয়না ।

বৃটেনে চাঁদ দেখার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বৃটেনের আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে রোজা এবং ঈদ উদযাপনের সময় প্রতি বছর এক অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয় । গত ৪০ বছর যাবৎ এই বিভেদ চলে আসছে । কেউ মরক্কোর সাথে, কেউ পাকিস্তানের সাথে আর কেউ সৌদির সাথে ঈদ করাকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন । প্রত্যেকেই আবার নিজস্ব যুক্তিতে অটল আছেন । ফলে মতভেদ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এদেশে প্রধানত ইমিগ্রানট মুসলমানদের আগমন ঘটতে থাকে । মুসলমানদের দৈনন্দিন ধর্মীয় বিষয়াদির সমাধানের জন্য ১৯৬৬ ইংরেজীতে আলেমদের একটি সংগঠন জন্ম গ্রহণ করে, তার নাম ছিল–**"মজলিসে উলামা"** । এই সংগঠন হযরত আসআদ আল-মাদানীর পরামর্শ ক্রমে ১৯৭১ ইংরেজীতে **"জমিয়তে উলামা"** নাম ধারণ করে । রোজা এবং ঈদ যেহেতু বাহ্যিক দৃষ্টিতে লোকসমাজে দেখার মত; আর ঈদ তো আরও বেশী বাহ্যিক ইবাদত । অতএব এর সময় নির্ধারণ করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় । ষাটের দশকে তখনকার দিনের বিজ্ঞ উলামারা পরামর্শ দেন যে, নিকটতম ইসলামী দেশ হিসাবে মরক্কোকে অনুসরন করা হোক । সে থেকে নিয়ে এদেশবাসীরা মরক্কোকে অনুসরন করে চলেন । কিন্তু তা রহিত হয় ১৯৮৬ সালে । ঐ বছর "চাঁদ দেখা বিষয়" একটি জটিল আকার ধারণ করে । ২৯ রোজার সময় সারা রাত চলে যায় মরক্কো থেকে চাঁদ দেখার কোন সংবাদ আসেনি । পরবর্তী দিন রোজা ভেবে সবাই সেহরী খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন । সকালে যখন সবাই নিজ নিজ কাজে চলে যান, তখন অনুমানিক ১১ টার সময় মরক্কো থেকে খবর আসে যে ঐখানে ঈদ হচ্ছে । এখানে শুরু হয়ে যায় এক হুলুস্থুল কান্ড । কেউ রোজা ভেঙ্গে দেন আর কেউ তা চালিয়ে যান । যারা রোজা ভেঙ্গে দেন, তারা কিন্তু ঈদের নামাজ পড়তে পারেননি । কারণ সংবাদের সত্যতা যাছাই করতে প্রায় ১টা বেজে যায় । উভয় গ্রুপ পরবর্তী দিন এক সাথে ঈদ করেন ।

শুরু হয় পারস্পরিক ভুল বুঝা-বুঝি এবং কাঁদা ছুড়া-ছুড়ি। বন্ধুত্ব শত্রুত্বে পরিণত হয়। উলামাগণ উদ্ভুত পরাস্থিতি হতে উত্তুরণের লক্ষে জরুরী বৈঠকে বসেন।

মহামান্য মুফতিদের কাছে জিজ্ঞাসিত ফতাওয়া

মান্যবর উলামায়ে কেরামগণ দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেন, কিভাবে একটি সমাধানে আসা যায়? অনেক আলাপ-আলোচনার পর সবাই একমত হন যে, ইন্ডিয়া পাকিস্তান সহ দুনিয়ার মুফতিদের কাছে এ মর্মে ফতাওয়া চাওয়া হোক। এ হিসাবে তাঁদের বরাবরে সমস্ত বিষয় অবহিত করে একটি লম্বা চিঠি লিখা হল। এতে বলা হল–"বৃটেনের আবহাওয়া একাধারে কয়েক মাস যাবৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকার কারণে চাঁদ দেখা সম্ভব হয়না। যার কারণে রোজা এবং ঈদের সময় এক নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। উলামাদের পরামর্শ ক্রমে আমরা বৃটেনবাসীরা নিকটতম প্রতিবেশী দেশ মরক্কোর সাথে ঈদ ও রোজা উদযাপন করে আসছি। যা ১৯৬৬ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। এখন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। মরক্কো হতে সময়মত খবর আসেনা। যদ্দরুন আমাদের এখানে অশ্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। যা হানাহানিতে রুপান্তরিত হয়েছে।

এ সমস্যা হবেনা যদি আমরা সৌদি আবরবের সাথে রোজা ও ঈদ উদযাপন করি। এর কি কোন সুযোগ আছে? এ সম্পর্কে আপনাদের দিক নির্দেশনা আমাদের জন্য খুবই জরুরী। অনুগ্রহ করে আপনাদের মূল্যবান ফতাওয়া দানে আমাদেরকে বাধিত করবেন"।

মহামান্য মুফতিবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত ফতাওয়া

আল্লাহ পাক মান্যবর মুফতিবৃন্দকে উত্তম পুরষ্কারে ভূষিত করুন। অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝে মূল্যবান সময় ব্যয় করে তাঁরা আমাদেরকে আমাদের জটিল বিষয়ের ফয়সালা প্রদান করেন।

তাঁদের মূল্যবান ফতাওয়াগুলোর সার-সংক্ষেপ হচ্ছে:

১. হযরত মাওলানা মুফতী ইহাইয়া

মজাহিরুল উলুম, সাহরান পুর, ইন্ডিয়া।

ফতাওয়া: আপনারা সৌদি আরবের ঘোষণাকে মেনে নিতে পারেন। চাঁদ দেখার বিষয়ে তাঁরা অত্যন্ত সচেতন এবং নির্ভরযোগ্য। তাদের ঘোষণা মেনে নিলে রোজা ২৮ দিন অথবা ৩১ দিন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া প্রতি বছর ২৯ দিনেরও হবেনা। জন-সাধারণের মাঝে ভুল বঝা-বুঝির সম্ভাবনা এতে নেই। সৌদি আরবের ঘোষণা সহজেই পাওয়া যায়, যা মরক্কোর বেলায় নয়। অতএব আমার অনুরোধ, আপনারা সৌদি আরবের সাথে রোজা ও ঈদ করুন।

(স্বাক্ষর)

মুফতী ইহাইয়া

মজাহিরুল উলুম, সাহরান পুর, ইন্ডিয়া।

৪ রবিউল আখির, ১৪০৭ হিঃ

২. মুফতী ইসমইল বাড়কুদরী

প্রধান মুফতী, দারুল উলুম কানথারিয়া

জেলা-বারুচ, ইন্ডিয়া।

ফতাওয়া: সৌদি আরবে চাঁদ দেখা শরীয়ত অনুযায়ী হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে (ক) মাওলানা আব্বাস নদভী (খ) মনজুর নোমানী এবং (গ) রিয়াদ দারুল ইফতায় কর্মরত মান্যবর উলামায়ে কেরামদের নিরীক্ষা আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে ইতিবাচক স্বাক্ষ্য বহন করে। শুধু বৈজ্ঞানিক মতামত "এই মুহুর্তে চাঁদ দেখা অসম্ভব" এই অজুহাতে চোখে চাঁদ দেখাকে উড়িয়ে দেয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন-"আমরা নিরক্ষর জাতি, লিখতে এবং হিসাব করতে জানিনা"।(বুখারী ও

মুসলিম ।মিশকাত পৃষ্ঠা ১৬৬)। তিনি আরও বলেছেন-"চাঁদ দেখে রোজা রাখ, আর চাঁদ দেখে ঈদ উদযাপন কর" । এর প্রেক্ষিতে বলতে হয় বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষন অনির্ভরযোগ্য ।

সুতরাং তাদের কথা মতে শরীয়তের আইন বদলানো যাবেনা । নভোমন্ডলের উত্তান-পতন এবং বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষনের উপর নির্ভর করে দুই জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্যকে অবিশ্বাস করা এবং সমগ্র মুসলমানদের ইবাদত (হজ্ব ও কোরবানী) সন্দেহযুক্ত বলে অপপ্রচার করার কোন যুক্তি আছে কি?

বৃটেনবাসীদেরকে সৌদি আরবকে অনুসরন করা উচিৎ । অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশের হিসাব অনুযায়ী যদি কোন বাধা না থাকে, তবে এই দুই দেশের চাঁদ একই সময়ে হওয়ার কথা । এটা সর্বজন বিদিত যে, বৃটেনের আবহাওয়া সব-সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে । অতএব সৌদিকে অনুসরন করার মাধ্যমে ২৯ দিনের চেয়ে কম বা ৩০ দিনের চেয়ে বেশী হওওয়ার সম্ভাবনা নেই ।

(স্বাক্ষর)

মুফতী ইসমইল বাড়কুদরী

প্রধান মুফতী, দারুল উলুম কানথারিয়া

জেলা-বারুচ, ইন্ডিয়া ।

৬ জ.আখির, ১৪০৭ হিঃ ।

৩. মুফতী হাবীবুল্লাহ কাসেমী

জৌন পুর, ইউ.পি

ইন্ডিয়া ।

ফতাওয়া: ইসলামী আইন অনুযায়ী সৌদি অথবা মরক্কোর চাঁদ দেখা নির্ভরযোগ্য । সৌদিকে অনুসরন করলে ঝগড়া ঝাটির সম্ভাবনা কম । অতএব সৌদিকে অনুসরন করা উচিৎ । প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সৌদি সরকার শরীয়ত মত চাঁদ দেখে থাকে ।

সুতরাং নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত খবরের মাধ্যমে তাদের সাথে ঈদ করতে কোন বাঁধা নেই । অযথা গুন্জনের অভাব নেই, এতে কান দেয়া ঠিক নয় ।

(স্বাক্ষর)

মুফতী হাবীবুল্লাহ কাসেমী

জৌন পুর, ইউ.পি

ইন্ডিয়া ।

২৭ সফর,১৪০৭ হিঃ ।

৪. মুফতী আব্দুল কুদ্দুছ রুমী

দারুল ইফতা, আগরা

ইন্ডিয়া ।

ফতাওয়া: ইংল্যান্ডে চাঁদ দেখা দুরুহ । আইন অনুযায়ী কথা হল-- প্রতিবেশী মুসলিম দেশকে অনুসরন করা । কিন্তু আপনাদের তথ্য অনুযায়ী ঐখান থেকে দেরীতে খবর আসে এবং মিডিয়ার প্রাচুর্যতা হেতু এক অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয় । অতএব এ-তে দ্বি-মত করার অবকাশ নেই যে, বৃটেনের উলামাবৃন্দ এবং দ্বীন-দার ব্যাক্তিবর্গ সৌদির দেখাকে মেনে নিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবেন । এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, দুই মাসের মধ্যে যেন ২৯ দিনের চেয়ে কম বা ৩০ দিনের চেয়ে

বেশী না হয় । সুতরাং আপনারা চন্দ্র মাসের হিসাব সৌদির সাথে মিলিয়ে করবেন । সারা বছর এভাবে হিসাব রাখলে ২৯ এর চেয়ে কম বা ৩০ এর চেয়ে বেশী হবেনা ।

(স্বাক্ষর)

মুফতী আব্দুল কুদ্দুছ রুমী

দারুল ইফতা, শাহী জামে মসজিদ, আগরা

ইউ,পি ইন্ডিয়া ।

২১ সফর ১৪০৭ হি ।

৫. মুফতী আহমদ খানপুরী

প্রধান মুফতী, দারুল ইফতা, জামেয়া ঢাবেল

জেলা- বালছার

ইন্ডিয়া

ফতাওয়া: ইমাম আবু হানিফা "ইত্তেহাদুল মাতালির" পক্ষে । অর্থাৎ দূরবর্তী স্থান থেকে চাঁদ দেখার সংবাদ আসলে স্থানীয় ভাবে আর তা দেখার প্রয়োজন নেই । এটাকে সবাই সমর্থন করেন । এমনকি পূর্ব-পশ্চিমের বেলায় ও তা প্রযূয্য । অর্থাৎ, যদি দুনিয়ার পশ্চিমে চাঁদ দেখা যায় আর নির্ভরযোগ্য সুত্রে তা পূর্ব বাসীদের কাছে পৌঁছে যায়, তবে পূর্ব বাসীদের কাছে রোজা রাখা ফরজ হয়ে যাবে । (দেখুন, দুররে মুখতার, ফতওয়ায়ে রশীদিয়া, ফতওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ, ইমদাদুল ফতাওয়া এবং কেফায়াতুল মুফতি প্রভৃতি) । বিবাদ এবং মতভেদকে পরিহার করার জন্য সবাই মিলে যদি কোন এক দেশের চাঁদ দেখাকে সমর্থন করেন, তবে তা-ই শ্রেয় । সৌদির চাঁদ দেখা নির্ভরযোগ্য স্বাক্ষীর উপর ভিত্তি করে করা হয় ।

(স্বাক্ষর)

মুফতী আহমদ খানপুরী

প্রধান মুফতী, দারুল ইফতা, জামেয়া ঢাবেল

জেলা- বালছার

ইন্ডিয়া

২রা জ.উলা ১৪০৭ হি ।

৬. মুফতী আব্দুর রহীম লাজ পুরী

মুফতী গুজরাট

ফতাওয়া: যদি সৌদি আরবের চাঁদ দেখার সংবাদ নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে এসে পৌঁছায় এবং এদেশের হিসাব অনুযায়ী ২৯ অথবা ৩০ তারিখে পড়ে, তবে তা গ্রহণীয় হবে । ইখতিলাফুল মাতালি এক্ষেত্রে বাধা হবেনা । যদি ২৮ বা ৩১ তারিখ হয়ে যায়, তবে তা কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয় হবেনা । (আলমগীরি, ১২ খন্ড, ২১১ পৃষ্ঠা)

ইসলামী ফিকহ অনুসারে–এক শহরে চাঁদ দেখা গেলে তা অন্যান্য শহরের বেলায় তা প্রযূয্য হবে; দুই শহরের মাঝে যত বড় দূরত্বই হোক না কেন । এমনকি যদি দুনিয়ার পশ্চিমে চাঁদ দেখা যায় আর তা নির্ভরযোগ্য সূত্রে পূর্ব কোণে পৌঁছে যায়, তবে তাদেরকে ঐ দিন রোজা রাখতে হবে ।(ইলমুল ফিকহ, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৭)

মুফতী আব্দুর রহীম লাজ পুরী

দারুল ইফতা, রান্দির

গুজরাট

৬ জিলহজ, ১৩৯৮ হি।

একটি গুরত্বপূর্ণ ফতাওয়া

সম্মানিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা

আসসলামু আলইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাচ্ছি যে, একটি গুরত্বপূর্ণ ফতাওয়া যা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারছি। এটি ১৪৩১ হিজরীতে লিখা। এই ফতাওয়ায় বলা হযেছে যে, যে সব দেশ (সাউথ আফ্রিকা এবং মরক্কো এবং বৃটেনের একাংশ) মিটিওনকি থিয়রির উপর নির্ভর করে চাঁদ দেখা নিশ্চিত করেন এবং এটার ভিত্তিতে বৃটেনবাসীকে রোজা এবং ঈদ উদযাপন করতে উৎসাহ প্রদান করেন, তা একেবারে ভুল। এই ফতাওয়ায় আরও বলা হযেছে যে, যদি ২৯ তারিখে আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে এবং চাঁদ দেখা প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয় এক্ষেত্রে **অধিক লোকের দেখাকে** শর্ত হিসাবে জুড়ে দেয়া ঠিক নয়।

ফতাওয়া

১. **মিটনিক** থিয়রির উপর নির্ভর করে জোতির্বিজ্ঞানীদের কথামত চাঁদ দেখা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ঠিক নয়। অনুরুপ ভাবে ২৯ তারিখে চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে **অধিক লোকের দেখাকে** শর্ত হিসাবে জুড়ে দেয়া ঠিক নয়। যদিও বৈজ্ঞানিক ভাবে চাঁদ দেখা সম্ভব বলে মনে হয়।

২. সাউথ আফ্রিকা বা মরক্কোর চাঁদ দেখা যা **মিটনিক** থিয়রির উপর নির্ভর করে করা হয়, তা কোন ক্রমেই ঠিক নয়। তা নবীজির শিক্ষার ব্যতিক্রম। যদি সাউদির চাঁদ দেখা শরীয়ত অনুযায়ী হয়ে থাকে, তবে the Central Moon Sighting Committee of Britain কে সাউদির ঘোষণা মেনে নিতে হবে এবং এ অনুযায়ী রোজা ও ঈদ উদযাপন করতে হবে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞাত

প্রধান মুফতী

(মাওলানা আদম ভিলবানী, পালন পুরী)

দারুল ইফতা, জামেয়া নাজিরিয়া

গুজরাট, ইন্ডিয়া

২০.১.১৪৩১ হি.

আল্লাহ সকল মুফতিবৃন্দকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমীন

হিজবুল উলামা'র জেনারেল মিটিং

সকল মুফতিবৃন্দ কতৃক প্রদত্ত ফতাওয়াগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনার জন্য ২৩ নভেম্বর ১৯৮৬ ইংরেজীতে হিজবুল উলামা কতৃক ব্লেকবারনে এক সাধারণ সভা আহবান করা হয় । অনেক উলামা এ কেরাম সহ এতে প্রচুর সংখ্যক ধর্ম প্রাণ মুসলমান অংশ গ্রহণ করেন । অতঃপর একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জমিয়তে উলামা এবং হিজবুল উলামা'র যৌথ উদ্দোগে দারুল উলুম বেরীতে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৮৬ তে আরেকটি সভা বসে । সভাপতিত্ব করেন হযরত মাওলানা ইউসুফ মুতালা এবং মাওলানা মুসা কিরমাদী । শরীয়তের সমস্ত দিক বিবেচনায় রেখে এতে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, যদিও মরক্কোর চাঁদ দেখা অপেক্ষাকৃত ভাল; কিন্তু যোগাযোগের জটিলতা এবং মতবিরোধ এড়াতে এখন থেকে সৌদি আরবের সাথে রোজা এবং ঈদ উদযাপন করা হোক ।

উপস্থিত উলামাবৃন্দ:

1. হযরত মাওলানা ইয়াকুব আচুভী, প্রেস্টন
2. হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ ইহালু, বল্টন
3. হযরত মাওলানা ইসমাইল মনোবরী, ব্লেকবার্ণ
4. হযরত মাওলানা মুসা কিরমাদী, ডিউজবারী
5. হযরত মাওলানা উসমান ভাই, নেনীটন
6. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী, ল্যাংকাস্টার
7. হযরত মাওলানা ইসমাইল আকুবত,প্রেস্টন
8. হযরত মাওলানা অলী আহমদ ছিতুপনী, বল্টন
9. হযরত মাওলানা ইয়াকুব মিফতাহী, ব্লেকবার্ণ
10. হযরত মাওলানা ইসমাইল কানথারভী, ব্লেকবার্ণ
11. হযরত মাওলানা ইবরাহীম জাগওয়ারী, নেনীটন
12. হযরত মাওলানা উবায়দুর রহমান, শেফিল্ড
13. হযরত মাওলানা আব্দুর রশীদ রব্বানী, ডিউজবারী
14. হযরত মাওলানা ইউসুফ মুতালা, বেরী
15. হযরত মাওলানা মকবুল আহমদ, গ্লাসগো
16. হযরত মাওলানা আদম মাংকি পুরী, লেস্টার
17. হযরত মাওলানা শাব্বির, ব্লেকবার্ণ
18. হযরত মাওলানা আছলম জাহেদ, ব্রাডফোর্ড
19. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নায়ীম,ব্রাডফোর্ড
20. হযরত মাওলানা লুৎফুর রহমান, ব্রাডফোর্ড

৮ জন উলামাকে দায়িত্ব দেয়া হয় তারা যেন সৌদির উলামাবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে প্রতি বছর চন্দ্র দেখা রেকর্ড করেন। এক্ষেত্রে দায়িত্বশীলের ভূমিকায় থাকবে জমিয়তে উলামা এবং আর বিভিন্ন ইসলামি সংগঠন সমূহের কাছে খবর পৌঁছে দেবে হিজবুল উলামা। আল্লাহর শোকর যা আজও অব্যাহত আছে।

সৌদি আরবে চাঁদ কিভাবে দেখা হয়

সৌদি আরবের একটা সরকারী ক্যালেন্ডার আছে, তাকে বলে "উম্মুল কুরা"। সৌদি সচিবালয়, স্কুল-কলেজ, এবং অফিস আদালতের যাবতীয় কাজ এ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী চলে। কিন্তু নতুন চাঁদ দেখার সাথে সাথে এ ক্যালেন্ডারকে পরিবর্তন করা হয়। এক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত কার্যকর। যদি সুপ্রীম কোর্টের কাছে চাঁদ দেখা প্রমাণিত না হয়, তবে মাস ৩০ দিনে পূর্ন করা হয়। আর যদি প্রমাণিত হয় যে, চাঁদ দেখা গেছে, তবেই তা ঘোষণা করা হয় এবং ক্যালেন্ডারকে পরিবর্তন করা হয়।

নিম্ন বর্ণিত সদস্যবর্গকে নিয়ে সৌদি চাঁদ দেখা কমিটী গঠিত হয় [12]।

১. ১জন সদস্য জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট থেকে (আলীম/ জাজ)

২. ১ জন জোতির্বিজ্ঞানী

৩. ১ জন কাউন্সিলার

৪. কয়েকজন সেচ্ছাসেবী

এধরণের ৬টা কমিটী সৌদিতে বিদ্যমান আছে। যথাঃ-১. মক্কা ২. রিয়াদ ৩. কাছিম ৪. হাইল ৫. তাবুক ৬. আছির। চাঁদ দেখার সাথে সাথে তারা জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের মনিটরিং সেল এ জানিয়ে দেন। তারা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তাছাড়া এইসব কমিটীর বাইরে যদি কোন তৃতীয় ব্যাক্তি চাঁদ দেখে থাকেন এবং তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে তা-ও ঘোষণা করা হয়। ।

সৌদির জনগন এসব খবর রাখেননা। এমনকি অনেক আলীম পর্যন্তও তা জানেন না। হযরত আব্দুল্লাহ বিন বাজ এ সম্পর্কে অবহিত। বৃটেন মুন সাইটিং কমিটির কাছে তাঁর লেখা ফরমান এক্ষেত্রে প্রমাণ বহণ করে। তাছাড়া রিয়াদ ফাতাওয়া বিভাগ এবং মক্কা-মদীনার সম্মানিত ইমামবৃন্দ সহ সেখানকার ৩২ জন উলামা প্রমাণ করেছেন যে, সৌদির চাঁদ দেখা শরীয়ত সম্মত। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন–আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ, আব্দুর রাজ্জাক উনাইনী এবং আব্দুল্লাহ আছ-ছাবীল প্রমূখ। মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. মাওলানা আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভী বলেন– "সৌদিতে সাক্ষীর উপর নির্ভর করে চাঁদ দেখার ঘোষণা দেয়া হয়। সেই সব লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, যারা সৎ এবং নির্ভরযোগ্য এবং যাদের বিশ্বাস যোগ্যতা সম্পর্কে কাজী (বিচারপতি) অবহিত।

শরীয়তের দৃষ্টিতে দুই জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কিন্তু সৌদি আরবে দুই জন স্বাক্ষীর সাথে আরও দুই জন সহযোগী স্বাক্ষী আনতে হয়। কিন্তু রমজান, ঈদ এবং হজ্বের বেলায় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। আসলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অধিক মানুষের স্বাক্ষী গ্রহণ করা হয়। স্বাক্ষীদেরকে জেরা করা হয়। সত্যাসত্য যাছাইয়ের পর সমগ্র বিষয়টা প্রধান বিচারপতির সামনে উপস্থাপন করা হয়। তিনি স্বাক্ষর করার পর তা বাদশাহর সামনে পেশ করা হয়। বাদশাহর স্বাক্ষরের পর তা মিডিয়ায় ঘোষণা করা হয়। এসব প্রসেস মেনটেইন করতে অনেক ক্ষেত্রে সময় লেগে যায়, সেজন্য মাগরিবের সাথে সাথে ঘোষণা না এসে তা দেরীতে আসে।

সৌদির সরকারী উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডারের জন্য একটি কমিটী আছে। তারা তা দেখা-শোনা করেন। এরা প্রধানত জোতির্বিজ্ঞানী। আর এই ক্যালেন্ডারটা অবশ্যই "অবজারভেটরীর" উপর নির্ভর করে লিখিত। এর সাথে আমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির কোন যোগাযোগ নেই। কেননা এই ক্যালেন্ডারকে সবসময় পরিবর্তন করা হয়। সব সরকারী ডিপার্টমেন্টগুলো এই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী চলে। এটা পরিস্কার থাকা আবশ্যক যে, এখানে উম্মুল কুরার তারিখ এবং চোখে দেখার তারিখকে পৃথক ভাবে উল্লেখ করা হয়"।

[12] www.albalagh.net; 15,12,2009

বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষনের উপর নির্ভর করে কি ইসলামী মাস নির্ধারণ করা যায়?

এখন দেখা যাক, বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে কি ইসলামী মাস নির্ধারণ করা যায়? এসম্পর্কে অনেক গবেষণা এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে । ধর্মীয় দিকটা সামনে রেখে আমাদের সম্মানিত উলামায়ে কেরাম এসম্পর্কে তাঁদের ফতাওয়া গুলোতে প্রমাণ করেছেন **যে, চাঁদ দেখা সংক্রান্ত মাসআলা গুলো বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষনের উপর নির্ভর করে না । শুধু দ্বীনদার মুসলমানের দেখা এবং তাদের স্বাক্ষ্য এক্ষেত্রে গ্রহণীয় ।**

১. (ক) মুফতি নিজাম উদ্দিন

(খ) মুফতি হাবীবুর রহমান

দারুল উলুম দেওবন্দ

ফতাওয়া: আমাদের জানামতে সৌদি আরবে চন্দ্র মাস কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেশনের উপর ভিত্তি করে করা হয়না । বরং শরীয়ত অনুযায়ী সাক্ষ্য নেয়া হয় । ঐখানে অন্যান্য ইবাদত পালনের ব্যাপারে ও একই পন্থা অবলম্বন করা হয় । হারামাইম শরীফাইন সৌদিতে অবস্থিত । আর তা সকলের কা ছে পবিত্র ও সম্মানিত । আর এক্ষেত্রে যেহেতু তারা কোরান এবং হাদীসকে অনুসরন করছে অতএব তারাও স ম্মানিত । সৌদি থেকে চাঁ দ দেখার খবর আসলে রোজা রাখা ও ঈদ উদযাপন করা সঠিক । শুধুমাত্র সেইসব উপকরণগুলো কার্যকরী হবে , যেগুলোকে শরীয়ত অনুযায়ী নির্ভরযো গ্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে । এজন্য দশজন সত্যবাদী কাফিরের স্বাক্ষ্য গ্রহণীয় হয় । আরেকটি কথা স্মরণ রাখতে হবে –শরীয়ত চাঁদ দেখাকে সমর্থন করে, তার অস্তিত্বে নয় ।

মুফতি নিজাম উদ্দিন

মুফতি হাবীবুর রহমান

দারুল ইফতা, দারুল উলুম দেওবন্দ ।

২৬ রবি. আউয়াল, ১৪০৭ হি

২. দারুল উলুম দেওবন্দের আরেকটি ফতাওয়া

.....বৃটেন থেকে কেউ আমাদেরকে লিখেছিলেন যে, সৌদি আরবে চাঁদ দেখা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে হয়ে থাকে । সেজন্য আমি বলেছিলাম–তবে তা গ্রহণীয় নয় । অতঃপর শেখ আব্দুল্লাহ বিন বাজ এবং রিয়াদ দারুল ইফতার ঘোষণা প্রকাশিত হয় । এতে তাঁরা নিশ্চিত করেন যে, তাঁরা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করেননা । বরং হাদীস অনুযায়ী খালি চোঁখে চাঁদ দেখে থাকেন । এর উপর ভিত্তি করে আমি আমার দেয়া পূর্ববর্তী ফতাওয়াকে সংশোধন করি এবং তার কপি বৃটেনে উনার কাছে পাঠিয়ে দেই । তার পরও আগের ফতাওয়া দিয়ে আমাকে জড়ানো অন্যায় নয় কি? যাহোক আপনারা হিজবুল উলামা এবং জমিয়তে উলামার ঐকমত্য এক্ষেত্রে প্রশংসার দাবী রাখে । আল্লাহ যেন তা কবুল করেন । আমীন ।

মুফতি নিজাম উদ্দিন

মুফতি হাবীবুর রহমান

দারুল ইফতা, দারুল উলুম দেওবন্দ ।

মুফতী জফির উদ্দিন

৮ রবি. আউয়াল ১৪০৩ হি

৩. মুফতি বুরহান উদ্দিনছুম্বলী

মজলিস এ তাহকিকাতে শরীয়া

নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ

ফতাওয়া: আবহাওয়াবিদ বা অবজারভেটরী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয় । শরীয়ত শুধু সেইসব উপকরণগুলোকে অনুমোদন করে যেগুলো শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত । সেজন্যই দশজন কাফিরের স্বাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। অথচ দুই জন দ্বীনদার মুসলমানের স্বাক্ষ্য গ্রহণীয় । এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, মাসের আগমন এবং নির্গমন চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে; দিগন্তে তার অস্তিত্বের উপর নয় ।

মুফতি বুরহান উদ্দিন ছুম্বলী

মজলিস এ তাহকিকাতে শরীয়া

নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ

১৭ রবি. আউয়াল ১৪০০ হি ।

৪. মুফতী আজিজুর রহমান মাদানী

দারুল ইফতা, বিজনুর

ফতাওয়াঃ চাঁদ দেখা সম্পর্কে হাদীসের বাক্য হচ্ছে **صوموا لرويته...** (ছুমু...) অর্থাৎ, চাঁদ দেখে রোজা রাখ । যা নির্দেশ বাচক শব্দ । নির্দেশ বাচক শব্দে ওয়াজিব প্রমাণিত হয় । এই ওয়াজিব চন্দ্রদোয়ের পর রহিত হয়ে যায় । আকাশে চন্দ্রের জন্ম হয়েছে কি হয়নি, তা শরীয়তের বিষয় নয়; শরীয়তের বিষয় হল--- চাঁদ দেখা গেল কি গেলনা । একই হাদীসের অপর বাক্য হচ্ছে--- **لا تصوموا حتى تروه** "চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রেখনা" । এই বাক্যেও রোযা না রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না চাঁদ দেখা যায় । যারা গনণার উপর নির্ভর করে, তারা "ফাসিক" বলে হেদায়ায় উল্লেখ আছে । অনেকে আবার কাফির বলেছেন । (মিরকাত ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা ২৪২) । জোতির্বিদদের কথার মূল্য নেই বলে ইজমা হয়ে গেছে ।

একথা প্রমাণিত যে, যদি চাঁদ দেখা না যায়, তবে বৈজ্ঞানিক হিসাবকে তার স্থলাভিষিক্ত করা যাবেনা । এক্ষেত্রে ৩০ দিন পূর্ণ করতে হবে । বৈজ্ঞানিক হিসাবকে মানলে কোরআন হাদীস মানা হলনা ।

মুফতী আজিজুর রহমান মাদানী

দারুল ইফতা, বিজনুর

২১ রজব, ১৩৯০ হি

অনুরুপ ভাবে আল্লামা শিব্বির আহমদ উসমানী "ফতহুল মুলহিমে" বলেছেন---"নবী করীম (স) ইখতিলাফে মাতালিকে ধর্তব্য করেননি; অতএব অবজারভেটরী নির্ভরযোগ্য হবেনা । (ফতহুল মুলহিম ৩য় খন্ড ১২৩ পৃষ্ঠা)

তাছাড়া পাকিস্তানের মান্যবর প্রধান মুফতী হযরত মুহম্মদ শফী (র) বলেন---"আধুনিক যুগে জোতির্বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই । কিন্তু তা-ই বলে তা শেষ কথা নয় । আগামী কাল নতুন বিজ্ঞানীগণ নতুন ফর্মুলা উদভাবন করে আগেরটাকে ভুল প্রমাণ করবেন" ।

অতএব এগুলো নিরভরযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারেনা ।

নামাজের বেলায় যদি ঘড়ি দেখে নামাজ পড়া যায়, তবে রোজার বেলায় নয় কেন?

প্রশ্ন: আগের যুগে নামাজ পড়া হত সূর্যের গতিবিধি পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে। অতঃপর ঘড়ি আবিষ্কার হওয়ার পর ঘড়ি দেখে নামাজ পড়া শুরু হয়। এমনকি রমজানুল মুবারকেও সেহরী এবং ইফতারের সময় ঘড়ি দেখেই তা করা হয়। কেউ বাইরে গিয়ে সোবেহ্ সাদিক বা সূর্যাস্ত দেখেনা। তা হলে এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে চোখে চাঁদ না দেখে বৈজ্ঞানিক থিয়রীর উপর নির্ভর করে রোজা এবং ঈদ উদযাপন করতে অসুবিধা কি?

উত্তর: একটু চিন্তা করলে পরিষ্কার হবে যে, এই দুইটার মাঝে আকাশ-পাতালের ব্যবধান। নামাজের সময় নির্ধারনের জন্য সূর্যকে চোখে দেখার জন্য কোরান বা হাদীসে বলা হয়নি। শুধু সূর্যের গতিবিধি বলা হয়েছে। হাদীসটা নিম্নরুপ।

ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী (স.) বলেন---"জিবরাইল (আ.) ইমাম হিসেবে আমাকে দু বার নামাজ পড়ান। প্রথমবার যোহর নামাজ পড়ান যখন ছায়া জুতার ফিতার মত ছিল। (অর্থাৎ---খুব আগে)। অতঃপর আছরের নামাজ পড়ান যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া এই বস্তুর সম-পরিমাণ লম্বা হয়ে যায়। (অর্থাৎ--এক মিছিল)। অতঃপর মাগরিবের নামাজ পড়ান যখন রোজাদার রোজা ভংগ করে। এশার নামাজ পড়ান যখন দিগন্ত লুকিয়ে যায় এবং ফজরের নামাজ পড়ান যখন রোজাদার রোজা রাখা শুরু করে।

দ্বিতীয় বার জোহরের নামাজ পড়ান যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া এই বস্তুর সম-পরিমাণ লম্বা হয়ে যায়। (অর্থাৎ প্রথম দিনের আছরের সময়)। এবং আছরের নামাজ পড়ান যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া এই বস্তুর দ্বিগুণ পরিমাণ লম্বা হয়ে যায়..." । (আবু দাউদ ১ম খন্ড ১৬৭পৃ.)

দেখুন, এই হাদীসে সূর্য অথবা তার আলোকে দেখতে বলা হয়নি। শুধু তার আলামতগুলো এবং অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এই আলামতগুলো যেকোন মাধ্যমে জানা গেলেই নমাজের সময় শুরু হয়ে যাবে। ঘড়ি এই আলামতগুলো জানতে সাহায্য করছে মাত্র। অতএব তা গ্রহণীয়। অন্য কোন মাধ্যমে তা জানা গেলে তা-ও গ্রহণীয় হবে।

চাঁদের ক্ষেত্রে হাদীসে তাকে দেখতে বলা হয়েছে। তার অস্তিত্বে নয়। এখন যদি চোখে চাঁদ না দেখে বৈজ্ঞানিক থিয়রীর উপর নির্ভর করা যায়, তবে হাদীসের উপর আমল করা হলনা। চাঁদের অস্তিত্ব নির্ধারণ করতে দুনিয়ার সাধারণ মুসলমান অক্ষম।

এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ঘড়ি আইনকে রক্ষা করে সময় নির্ধারণ করার পন্থা সহজ করে দিয়েছে। অতএব তা গ্রহণযোগ্য। অপর পক্ষে চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে "বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষন" আইনকে এড়িয়ে তার অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করছে। অথচ চাঁদের অস্তিত্ব আলোচনার বিষয় নয়।

উপসংহার

মুসলিম উম্মাহর মাঝে চাঁদ দেখা একটা গবেষণা মূলক বিষয়। দেশে দেশে সম্মানিত উলামাবৃন্দ এ নিয়ে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা করছেন। সকলেরই উদ্দেশ্য যাতে এ ইবাদতটা যথাযত ভাবে পালিত হয়। একদিনে ঈদ করলে একটা ঐকতান সৃষ্টি হয়। এটা সম্ভব যদি আমরা বৃহত্তর স্বার্থে ছাড় দেয়ার মনোভাব রাখি। একদা নবী করীম (স) আয়শা (রা) কে বললেন---"কুরাইশরা যখন ক্বাবা নির্মান করে তখন ইবরাহীমি ফাউন্ডেশন হতে ছোট করে ফেলে। হযরত আয়শা বললেন---তাহলে আপনি নতুন করে ইবরাহীমি ফাউন্ডেশন মত বানিয়ে নিন। উত্তরে নবী (স) বললেন যদি এ সময়টা কুফরীর এত কাছে হতনা, তাহলে আমি বানিয়ে নিতাম"। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক ৩৬৮ পৃ)

দেখুন, বিশৃংখলার ভয়ে নবী (স) তা করেননি। লোকে বলত দেখ---ক্বাবা ভেঙ্গে দিয়েছে! চতুর্দিকে অনৈক্যের পরিবেশ তৈরী হয়ে যেত। সবাই ভুল বুঝত। এজন্য নবী করীম (স) তা করেননি।

আমরা কি বিশৃংখলা এড়াতে কিছু ছাড় দিতে পারিনা?